গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি
Vulnerable Group Development (VGD) Programme

গ্রামীণ মহিলাদের চরম দরিদ্র অবস্থা হতে উত্তরণে সহায়তা দান কর্মসূচি

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-মশিবিম/উঃ -২/ **তারিখঃ .....**

প্রেরক ঃ- উপ-সচিব (উন্নয়ন)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্রাপক ঃ- ১। জেলা প্রশাসক (সকল)।
.....
২। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)।
.....

বিষয়ঃ ভিজিডি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য 'বাস্তবায়ন নির্দেশিকা'নির্দেশক্রমে এই সংগে প্রেরণ করা হলো। এই কর্মপরিকল্পনা ২০১১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। ভিজিডি কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

২. উল্লেখ্য যে, ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী ২৪ মাস পর পর ভিজিডি উপকারভোগী বাছাই নীতিমালা ও বরাদ্দ সংখ্যার তালিকা এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলাদাভাবে জারী করা হবে। বরাদ্দকৃত সম্পদ দ্বারা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা/পরিপত্র অনুসারে ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হ'ল।

স্বাক্ষর
(আনিছ আহমেদ)
উপ-সচিব(উন্নয়ন)
ফোনঃ ৭১৬২০৫৬

তারিখঃ

স্মারক নং-মশিবিম/উঃ-২/

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হ'লঃ-

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
৭। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।
৮। সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৯। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুণর্বাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। প্রতিনিধি, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ঢাকা।

স্বাক্ষর
(রায়না আহমদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব (উঃ -২)
ফোনঃ ৯৫৭০৬৫৭

সূচিপত্র

নং	সংক্ষিপ্ত সার	পৃষ্ঠা
১.	**দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি**	
১.১	ভূমিকা	৫ - ৬
১.২	ভিজিডি কর্মসূচির উদ্দেশ্য	৬
১.৩	ভিজিডি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়	৬
২.	**সম্পদ বরাদ্দ এবং ভিজিডি মহিলা নির্বাচন**	
২.১	ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ	৭
২.২	ভিজিডি মহিলা নির্বাচন	৭
২.৩	ভিজিডি মহিলা নির্বাচনের মানদন্ড	৭ - ৮
২.৪	ভিজিডি পরিবার নির্বাচন প্রক্রিয়া	৮ - ১০
৩.	**সম্পদ বিতরণ প্রক্রিয়া**	
৩.১	খাদ্যশস্য বরাদ্দ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ	১০ - ১১
৩.২	খাদ্য বিতরণ	১২
৩.৩	পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক খরচের তহবিল	১২ - ১৩
৪.	**পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন**	১৪
৪.১	পরিবীক্ষণ	১৪ - ১৭
৪.২	প্রতিবেদন	১৪ - ১৬
৫.	**ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা**	
	▯ ভিজিডি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ	১৭
	▯ ভিজিডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মিটিং/কর্মশালা	১৭
৫.১	কেন্দী্রয় সমন্বয় কমিটি	১৭
৫.২	কার্যকরী কমিটি	১৮
৫.৩	জেলা ভিজিডি কমিটি	১৮ - ১৯
৫.৪	উপজেলা ভিজিডি কমিটি	১৯
৫.৫	ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি	২০ - ২১
৬	**এনজিও-র দায়িত্ব ও ভূমিকা**	২১
৬.১	প্রশিক্ষণ	২১ - ২৩
৬.২	সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা	২৩
৬.৩	ঋণ	২৪
৬.৪	পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন	২৪
৭.	**বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা**	২৫
৮.	**বাংলাদেশ সরকারের দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা**	২৫
৯.	**অনিয়ম ও ত্রুটির ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ**	২৫
১০.	**কার্যক্রম টেকসইকরণ**	২৬
১১.	**সংযোজনী**	২৭

সংযোজনী সমূহ

সংযোজনী ১০ঃ **ভিজিডি মহিলা বাছাই/নির্বাচন প্রক্রিয়ার ছক সমূহঃ**

১.১০ঃ **ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক**

১.২০ঃ **ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ান্ত তালিকার ছক**

সংযোজনী ২০ঃ **উপজেলা ও জেলা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাদ্য বিতরণের মাসিক প্রতিবেদনের ছক**

সংযোজনী ৩০ঃ ভিজিডি কার্যক্রম পরিদর্শনের চেকলিস্ট

সংযোজনী ৪০ঃ ত্রৈমাসিক ভিজিডি কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক

সংযোজনী ৫০ঃ **খাদ্য বিতরণের** ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ছক

সংযোজনী ৬০ঃ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনের চেকলিস্ট

সংযোজনী ৭০ঃ **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ছক**

সংযোজনী ৮০ঃ **এনজিও কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ছক সমূহঃ**

৮.১০ঃ **ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ছক**

৮.২০ঃ **পাক্ষিক এনজিও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছক**

৮.৩০ঃ **ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (বর্ণনামূলক)**

৮.৪০ঃ **ত্রৈমাসিক উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ছক সমূহ (সংখ্যামূলক)০ঃ**

৮.৪.১ জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন ছক
৮.৪.২ আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন ছক
৮.৪.৩ সঞ্চয় ও ঋণ প্রতিবেদন ছক

সংযোজনী ৯ ০ঃ **ত্রৈমাসিক** এনজিও **কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন ছক**

সংযোজনী ১০ : **ইউপি কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন**

সংযোজনী ১১০ঃ **ভিজিডি কেন্দ্র স্থগিত বা বাতিলের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক**

১. দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি :

১.১ ভূমিকা

একটি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে এবং তাদের কর্মদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কাজে জড়িত করতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বিবেচনায় নারী উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মধ্যে ভিজিডি কর্মসূচি অন্যতম।

বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগ বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আর এই প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারসমূহ। ঘরবাড়ি বিলীন বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টির শিকার ইত্যাদি ক্ষতিগুলো এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া দরিদ্র , অশিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সীমিত সুযোগ ইত্যাদি হচ্ছে নারীর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম মূল কারণ। আর এই কারণসমূহ দেশের মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধাস্বরূপ। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি/পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

গ্রামীণ মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষা ও দরিদ্র অবস্থার উন্নয়নে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি সরকারের সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র পীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদেরকে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং তার পাশাপাশি উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করা যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দরিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। ''স্বনির্ভরতার জন্য সহায়তা'' এই মূল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে নিজস্ব উদ্যোগে চরম দরিদ্র অবস্থা হতে বের হয়ে আসতে এই কর্মসূচি মহিলাদের যোগ্য করে তোলে।

১.২ দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি):

ভিজিডি কর্মসূচি একটি জাতীয় কর্মসূচি, যার ব্যাপ্তি সমগ্র বাংলাদেশে। বাংলাদেশ সরকার খাদ্য সম্পদের যোগান দিচ্ছে। খাদ্য সম্পদের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থার (NGO) মাধ্যমে উন্নয়ন প্যাকেজ (প্রশিক্ষণ, ঋণ ইত্যাদি) সেবায় অর্থায়ন করছে।

ভিজিডি কর্মসূচি, বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি বৃহত্তর সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি (A safety net programme with development orientation) যেটি সম্পূর্ণরূপে আর্থ-সামাজিকভাবে দুঃস্থ পরিবার বিশেষত: মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। মহিলারা ওয়ার্ড-ভিত্তিক ক্ষুদ্র দলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ভিজিডি মহিলারা প্রশিক্ষণ প্যাকেজ (প্রশিক্ষণ, সঞ্চয়, ঋণ) সেবা গ্রহণের পাশাপাশি ২৪ (চবিবশ) মাস ধরে মাসিক ৩০ কিলোগ্রাম গম/চাল খাদ্য সহায়তা পেয়ে থাকে। এই ২৪ (চবিবশ) মাস সময়কালকে একটি ভিজিডি চক্র

হিসাবে গণ্য করা হয়। খাদ্য সহায়তা প্রাপ্তির ২৪ (চবিবশ) মাসকালে, ভিজিডি মহিলারা অনুমোদিত NGO-দের মাধ্যমে জীবন দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে।

খাদ্য সহায়তা প্রাপ্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই মহিলারা সরকারী / বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন কর্মকান্ডে পূর্ণাঙ্গভাবে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভিজিডি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি ২৪ (চবিবশ) মাস সময়কালের চক্রে ৭,৫০,০০০ (সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার) মহিলা খাদ্য সহায়তা পায়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ভিজিডি কর্মসূচির পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সমন্বয় করে।

১.৩ ভিজিডি কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

ভিজিডি কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো **To make 'Positive change in livelihood of Ultra poor women with attention to protect further deterioration of living condition'**

অর্থাৎ বাংলাদেশের দরিদ্র পীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা, যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য :

K. **Increased food consumption and income generation activities** অর্থাৎ গ্রামীণ দুঃস্থ পরিবারসমূহের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা এবং বিপননযোগ্য দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা এবং ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে তোলা; এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য যোগ্য করে তোলা।

L. Promote healthy behaviour and women empowerment অর্থাৎ ব্যবহারিক শিক্ষা এবং অন্যান্য মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে দরিদ্র মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক উন্নয়ন এবং সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।

১.৪ ভিজিডি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয় :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারী মঞ্জুরী আদেশ (GO) জারী করে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জেলা/উপজেলায় বরাদ্দপত্র (AO) জারী করে। নির্বাচিত বেসরকারী সংস্থা (NGO) সমূহ মূলতঃ ভিজিডি মহিলাদের ঋণ সহায়তাসহ উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদান করে থাকে।

সকল উপজেলায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়নের (খাদ্য বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন/ প্রশিক্ষণ প্যাকেজ সেবা পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) দায়িত্ব পালন করবে।

২. সম্পদ বরাদ্দ এবং ভিজিডি মহিলা নির্বাচনঃ

২.১ ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ :

জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ (গম/চাল) বাংলাদেশের দারিদ্রতার মানচিত্র (Poverty map) ও দারিদ্র স্মারণীর (Poverty database) ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। এই মানচিত্র ও স্মারণীতে উপজেলা ভিত্তিক মোট জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ অতি দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে তা প্রদর্শিত হয়।

ভিজিডি কর্মসূচির মোট কার্ডসমূহ উপজেলাভিত্তিক অতি দরিদ্রতার শতকরা হার-এর অনুপাতিক হারে বন্টন করা হয়। এক্ষেত্রে উচ্চ দারিদ্র হার সম্পন্ন উপজেলাসমূহ বেশি বরাদ্দ পেয়ে থাকে এবং কম দারিদ্র হার সম্পন্ন উপজেলাসমূহ তুলনামূলকভাবে কম বরাদ্দ পেয়ে থাকে। তবে এই বরাদ্দ উপজেলাভিত্তিক অতি দরিদ্র জনসংখ্যার অনুপাতে করা হয় না।

উপজেলা পর্যায়ে কার্ড বরাদ্দ হয় মূলত: প্রতি ইউনিয়নে যেন ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) টি কার্ড প্রদান করা যায় তার ভিত্তিতে। অধিকন্তু নির্দিষ্ট উপজেলার সকল ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ড পুনরায় বরাদ্দ দানের ক্ষেত্রে উপজেলা ভিজিডি কমিটি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দূর্দশাগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্ড বন্টন করবে। তবে কোন অবস্থাতেই সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা এলাকায় ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ দেয়া হবে না।

2.2 ভিজিডি মহিলা নির্বাচন :

ইউপি সদস্যদের নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র দল ভিজিডি কার্ডধারীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালন করবেন। এই তালিকা প্রস্তুতির জন্য সংযোজনী-১.১ এর ছক ব্যবহৃত হবে। ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি এই প্রাথমিক তালিকা পর্যালোচনা এবং যাচাই বাছাই পূর্বক অনুমোদনের জন্য উপজেলা ভিজিডি কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

তালিকায় ভিজিডি মহিলাদের নাম এবং ঠিকানা অন্তর্ভূক্ত থাকবে। খাদ্য চক্র শুরু হওয়ার পর কোন ভিজিডি মহিলার মৃত্যু হলে বা অন্যত্র গমন করলে বিকল্প কোন ব্যক্তির মনোনয়ন গ্রহণ করা যাবে না। তবে তা প্রথম ছয় মাসের মধ্যে সংঘটিত হলে ভিজিডি নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত মহিলার পরিবারভুক্ত যোগ্য মহিলা সদস্যকে উপজেলা ভিজিডি কমিটি নির্বাচিত করতে পারবে।

২.৩ ভিজিডি মহিলা নির্বাচনের মানদন্ড :

ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি *ইউনিয়নের চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার হতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ মহিলাকে* পরবর্তী ২৪ মাসব্যাপী ভিজিডি চক্রের জন্য ভিজিডি মহিলা হিসেবে বাছাই/নির্বাচন করবে। ভূমিহীন পরিবার, মহিলা-প্রধান পরিবার এবং যাদের নিয়মিত উপার্জনের কোন উৎস নাই এমন পরিবার অগ্রাধিকার পাবে। *ভিজিডি কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হতে হলে কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণ করতে হবে। যে সকল পরিবারের মহিলা সদস্য নিম্নোক্ত সবগুলি শর্ত পূরণ করবেন, তারা বাছাইয়ে অগ্রাধিকার পাবেন।*

অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলী:

1. *অতিমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তাহীন অর্থাৎ যে পরিবারের সদস্যরা প্রায়ই খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন কোন না কোন বেলার খাবার খেতে পারেন না।*
2. *প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অর্থাৎ যাদের কোন জমি নেই অথবা ০.১৫ একরের কম জমির মালিক। এক্ষেত্রে, ভূমিহীন পরিবার অগ্রাধিকার পাবে।*
3. *বসত বাড়ির অবস্থা (ঘরের ছাউনি, বেড়া, দরজা, খুঁটি ও পয়ঃনিষ্কাশন) খুবই নিম্নমানের।*
4. *যেসব পরিবার দৈনিক অথবা অনিয়মিত দিন মজুর হিসাবে অতি সামান্য আয় করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সুনির্দিষ্ট কোন আয়ের উৎস নেই।*
5. *পরিবার প্রধান মহিলা এবং কোন উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য অথবা অন্য কোন আয়ের উৎস নেই।*

অন্তর্ভুক্ত না করার শর্তাবলী:

উপরোক্ত যে কোন চারটি শর্ত পূরণ করলেও নিম্নোক্ত যে কোন একটি শর্ত বর্তমান থাকলে ভিজিডি কার্ড পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেনঃ

1. *মহিলা যিনি অন্য কোন খাদ্য বা অর্থ সাহায্য প্রদানকারী কর্মসূচি/প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সদস্য।*
2. *মহিলা যিনি বিগত দুইটি চক্রের যে কোন চক্রে ভিজিডি কার্ডধারী ছিলেন।*
3. *মহিলা যিনি নির্ধারিত বয়সের অন্তর্ভুক্ত নন (১৮ থেকে ৪০ বছর)। (সাধারণত গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় ৪০ বছরের উর্দ্ধে বয়সধারী দুঃস্থ মহিলাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক আয়বর্ধক কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে কিছুটা নিরুৎসাহী থাকেন।*
4. *কিশোরী যিনি গৃহকর্ত্রীর (মা/বোন/দাদী) অবর্তমানে পরিবারের দেখাশুনা করেন*

অন্যান্য শর্তাবলী:

১. একটি পরিবার কেবলমাত্র একটি ভিজিডি কার্ড পাবে।
২. নির্বাচিত মহিলাগণ বিনা শর্তে এবং বিনা মূল্যে ভিজিডি কার্ড পাওয়ার অধিকারী। কার্ড প্রাপ্তির বিনিময়ে কোন অবস্থাতেই তারা কোন প্রকার সেবা প্রদানে বা মূল্য প্রদানে বাধ্য নয়।
৩. ***সঠিক বয়স জানার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র এবং / অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র প্রদর্শন আবশ্যক।***

উন্নয়ন প্যাকেজ সেবাকে অর্থনৈতিকভাবে সফল করে তোলার জন্য ভিজিডি মহিলাদের একই পাড়া অথবা নিকটবর্তী এলাকা থেকে নির্বাচন করতে হবে, যাতে দল গঠন করা সহজ হয়। বাস্তবায়ন সহযোগী বেসরকারী সংস্থা যারা উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা এবং ঋণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে, বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমের জন্য দল গঠনের দায়িত্ব পালন করবে। এই দল গঠনের কাজ সহজ হবে যদি মহিলাদের বসবাস বিভিন্ন গ্রামে ছড়ানো ছিটানো না হয়ে নির্দিষ্ট নিকটবর্তী এলাকার মধ্যে হয়।

2.4 ভিজিডি পরিবার নির্বাচন প্রক্রিয়া :

প্রতিটি ভিজিডি চক্র শুরুর অন্তত ৪ (চার) মাস আগে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিজিডি ব্যবস্থাপনা ও ভিজিডি মহিলা নির্বাচনের দিক নির্দেশনাসহ একটি বিস্তারিত পরিপত্র জারী করা হয়। এই পরিপত্রে উপজেলা ভিত্তিক ভিজিডি কার্ডের বরাদ্দ সংখ্যা, মহিলা নির্বাচনের সময়সূচি উল্লেখপূর্বক যে সব প্রক্রিয়ায় ভিজিডি মহিলা নির্বাচন করা হবে তার উল্লেখ থাকবে। প্রক্রিয়াগুলো নিম্নরূপঃ

ক) ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ভিজিডি মহিলা বাছাই-এর শর্তাবলী, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশনাসমূহ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আলোচনা করে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করবে। এই আলোচনা সভায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি চার সদস্য বিশিষ্ট ''ক্ষুদ্র দল'' গঠন করবে। ক্ষুদ্র দলের সদস্যরা হচ্ছেন; সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও মহিলা

ওয়ার্ড সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধি। প্রতিটি ক্ষুদ্র দলের প্রধান হবেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য। কোন ওয়ার্ডের মহিলা সদস্যের পদ যদি শূন্য থাকে তবে পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য ক্ষুদ্র দলের প্রধান হবেন। আর যদি সকল ওয়ার্ডেরই মহিলা সদস্য পদ শূন্য থাকে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পুরুষ সদস্য ক্ষুদ্র দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে এক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক উপজেলা ভিজিডি কমিটির সভাপতির অনুমোদনক্রমে ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

খ) এই ক্ষুদ্র দলের সদস্যরা কবে, কোথায়, কখন জনসভা অনুষ্ঠিত হবে সে ব্যাপারে জনসাধারণকে আগে থেকে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। এই ক্ষুদ্র দল প্রতিটি ওয়ার্ডভুক্ত গ্রামে সকল গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে জনসভার মাধ্যমে ভিজিডি মহিলা বাছাই এর শর্তাবলী এবং প্রক্রিয়া সকলকে স্বচ্ছভাবে অবহিত করবে। এই ক্ষুদ্র দল প্রতিটি ওয়ার্ডে/গ্রামে সকল গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে জনসভায় উপস্থিত গ্রামবাসীর কাছ থেকে আলোচ্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হয়, এমন সম্ভাব্য মহিলার নাম ঠিকানা সংগ্রহ করবে পরবর্তীতে যাচাই করার জন্য।

গ) ক্ষুদ্র দলের সদস্যগণ গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ের জনসভা থেকে সংগৃহীত যোগ্য মহিলাদের তালিকানুযায়ী তাদের বাড়ি পরিদর্শন করে সংযোজনী ছক-১.১ পূরণ করবে। এছাড়াও, আরো যোগ্য মহিলাদের বাড়ি পরিদর্শন করে ছক অনুযায়ী ভিজিডি কার্ড প্রাপ্তির যোগ্য মহিলাদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করবেন। সম্ভাব্য উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছকটি যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হবে ক্ষুদ্র দলের সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের দ্বারা।

ঘ) ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা নির্বাচন কমিটি প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে সংগৃহিত যোগ্য সম্ভাব্য ভিজিডি মহিলার তালিকা একত্রিকরণ ও যাচাই করে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে উপজেলা ভিজিডি কমিটির সভাপতির নিকট পেশ করবে।

ঙ) উপজেলা ভিজিডি কমিটির সভাপতি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তালিকাটি যাচাইপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তালিকায় অনুমোদন প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সংযোজনী ছক-১.২ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ভিজিডি মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকার প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে স্বাক্ষরিত তালিকাটি প্রেরন করবেন।

চ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এই চুড়ান্ত এবং স্বাক্ষরিত তালিকা (ভিজিডি কার্ড নমবর, নাম, পিতা/স্বামীর নাম এবং পূর্নাঙ্গ ঠিকানা) ভিজিডির নথিপত্রে সংরক্ষণ করবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবে। তালিকাভুক্ত ভিজিডি মহিলাদের ভিজিডি কার্ড ও ভিজিডি কার্ডের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার কথা ইউনিয়ন পরিষদ অবহিত করবে।

ছ) ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি হতে প্রাপ্ত ভিজিডি মহিলাদের তালিকায় কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন আপত্তি/ অভিযোগ উত্থাপিত হলে, উপজেলা ভিজিডি কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা ভিজিডি কমিটির চেয়ারপাসন হিসাবে দুই অথবা তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারে । সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করতঃ যৌথভাবে স্বাক্ষর করে উপজেলা ভিজিডি কমিটির নিকট পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পেশ করবে।

জ) উপজেলা ভিজিডি কমিটি তালিকা অনুমোদনের ৭ দিনের মধ্যে প্রত্যেক নির্বাচিত ভিজিডি মহিলার 'ভিজিডি কার্ড' বিতরণ নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা উপসিহত থেকে অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত ভিজিডি মহিলাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক ভিজিডি কার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করবেন। সাক্ষাৎকারে উপকারভোগী নির্বাচনের শর্তাবলীর

ব্যত্যয় বা অন্য কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তদন্ত সাপেক্ষে তা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। কোন অবস্থায়ই উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন Transfer Assurance Guide (TAG) Officer/ ট্যাগ অফিসারের অনুপস্থিতিতে ভিজিডি কার্ড বিতরণ করা যাবে না এবং কার্ড বিতরণ না করে খাদ্য বিতরণ করা যাবে না।

২.৫ ভিজিডি কার্ড বাতিল সংক্রান্ত :

মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা ভিজিডি কমিটির সভাপতি নিম্নলিখিত কারণে ভিজিডি কার্ড বাতিল করতে পারবেনঃ

১. কার্ড হসত্মান্তর করলে;
২. ভিজিডি চক্র শুরুর ৬ (ছয়) মাস পরে কোন উপকারভোগী স্থায়ী ভাবে ইউনিয়নের বাইরে অবস্থান করলে বা চলে গেলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে;
৩. কার্ড প্রদানের পরে উপকারভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ধরনের অনিয়ম পাওয়া গেলে।

৩. সম্পদ বিতরণ প্রক্রিয়া :

3.1 খাদ্যশস্য বরাদ্দ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ :

ভিজিডি কর্মসূচীর আওতাধীন খাদ্য বিতরণ প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

পদক্ষেপ ১০ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় খাদ্যের পরিমাণ ও উপজেলা ভিত্তিক ভিজিডি কার্ডধারীর সংখ্যা এবং পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক খরচের পরিমাণ জানিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অনুকূলে সরকারি মঞ্জুরী আদেশ (Government Order-GO) জারি করবে।

পদক্ষেপ ২০ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সরকারি মঞ্জুরী আদেশ পাওয়ার পর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনুকূলে উপজেলায় কার্ডের সংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বরাদ্দপত্র (Allotment Order-AO) জারি করবে।

পদক্ষেপ ৩০ঃ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উপজেলার ইউনিয়ন ভিজিডি কেন্দ্রের চেয়ারম্যানের অনুকূলে খাদ্যের অর্পণাদেশ (Demand Order-DO) জারি করার জন্য নির্দিষ্ট উপজেলার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট পত্র লিখবেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাদ্দপত্র প্রক্রিয়াকরণ পূর্বক অর্পণাদেশ জারির জন্য সুপারিশ প্রদান করবেন।

পদক্ষেপ ৪০ঃ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্য বিতরণের জন্য স্থানীয় খাদ্য গুদামে খাদ্যের বিতরণ আদেশ (Delivery Order-DO) জারী করবেন। বিতরণ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির চেয়ারম্যানকে দেবেন।

পদক্ষেপ ৫০ঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা তার প্রতিনিধি অথবা চেয়ারম্যানের অপারগতার ক্ষেত্রে উপজেলা ভিজিডি কমিটি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিতরণ আদেশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় খাদ্য গুদাম হতে গম/চাল উত্তোলন করবেন। উত্তোলনকারী ব্যক্তি গম/চালের পরিমাণ (প্রতি ভিজিডি কার্ডে ৩০ কিলোগ্রাম) এবং গুণগতমান (যেমন আর্দ্রতা, ধূলাবালি, পোকামাকড়, মরা/নষ্ট/ভাঙ্গা শস্য এবং অন্য কোন ক্ষতিকারক উপাদান) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝে নেবেন। যদি এর কোন ব্যত্যয় ঘটে তবে তিনি জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, এবং জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করবেন।

পদক্ষেপ ৬০ঃ স্থানীয় খাদ্য গুদাম হতে নির্দিষ্ট তারিখে উত্তোলিত গম/চাল ইউনিয়ন পরিষদে নেয়ার পর ইউপি চেয়ারম্যান ভিজিডি মহিলাদের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে খাদ্য বিতরণ করবে। প্রতিমাসে বিতরণের সময় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেনঃ

(১) কমপক্ষে তিনজন ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির সদস্য, (২) উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা যিনি Transfer Assurance Guide (TAG) Officer /ট্যাগ অফিসার এর দায়িত্ব পালন করছেন এবং (৩) সংশ্লিষ্ট ভিজিডি NGO র একজন প্রতিনিধি । খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত পরিদর্শনকারীগণকে খাদ্য বিতরণের মাস্টার রোলে স্বাক্ষর করতে হবে।

পদক্ষেপ ৭০ঃ খাদ্য বিতরণের সময় ভিজিডি মহিলারা তাদের সঞ্চয় ব্যাংক, পোস্ট অফিসে বা উন্নয়ন সেবা প্রদানকারী এনজিও-এর কাছে জমা রেখেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ইউপি কেন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষণকৃত সঞ্চয় রেজিস্টার অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন। ইউপি চেয়ারম্যান ভিজিডি মহিলাদেরকে খাদ্য বিতরণের পূর্বে তারা সাপ্তাহিক বাধ্যতামূলক ন্যূনতম ১০ (দশ) টাকা হারে সঞ্চয় সংশ্লিষ্ট এনজিও-র নিকট জমা রেখেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

<u>গম/চাল বরাদ্দ ও বিতরণের এই পদক্ষেপসমূহ একটি ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো:</u>

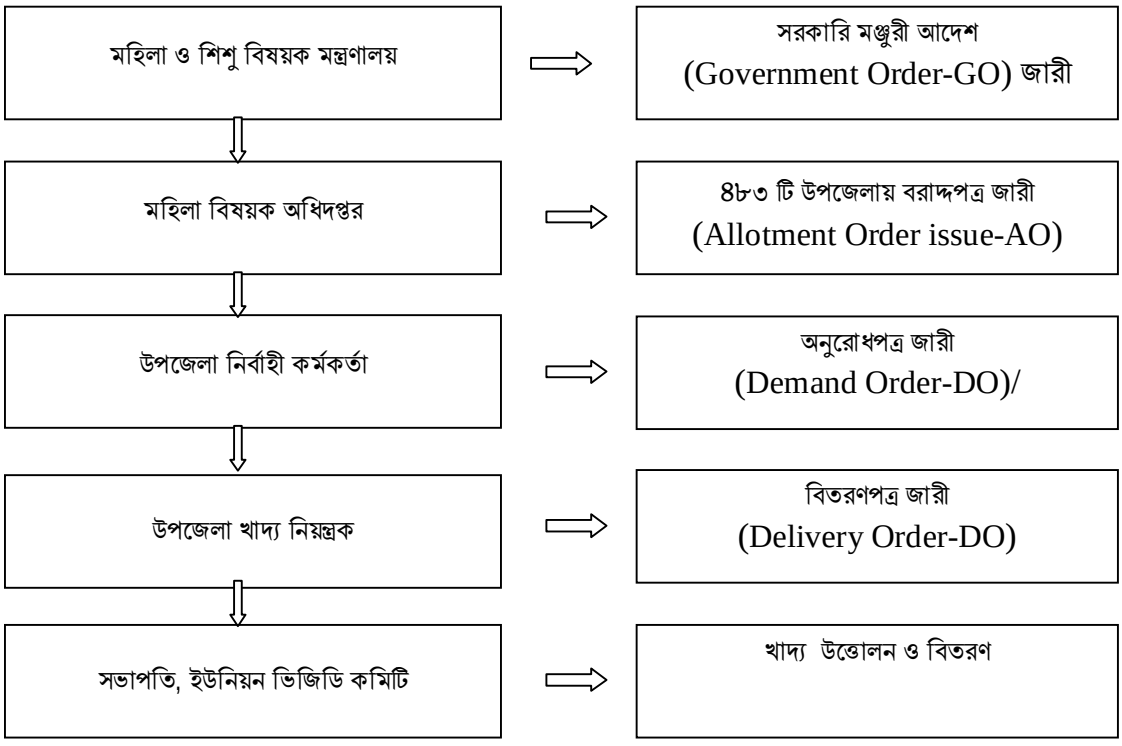

৩.২ খাদ্য বিতরণ :

খাদ্য বিতরণ প্রতি মাসের পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। দুইটি বিতরণের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে পার্থক্য যেন এক মাসের বেশি না হয় সেভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। নির্দিষ্ট মাসের বিতরণ

উক্ত মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, নতুবা উক্ত মাসের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। ভিজিডি খাদ্য চক্র শুরুর প্রথমেই উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনাক্রমে ইউনিয়ন ভিত্তিক খাদ্য বিতরণের তারিখ স্থির করবেন। বিতরণ তারিখের কোন পরিবর্তন করতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

ভিজিডি মহিলারা ২৪ মাসব্যাপী চক্রে প্রতি মাসে ৩০ (ত্রিশ) কিলোগ্রাম করে গম/চাল পাবে। ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিশ্চিত করবেন যেন প্রতিটি ভিজিডি মহিলা তার বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্য পান।

সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদামে গমের সরবরাহ অপ্রতুল থাকলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে গমের পরিবর্তে চাল প্রদান করা যাবে। সেক্ষেত্রে গমের সমপরিমাণ চাল প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ওজনের আনুপাতিক হার হবে ১:১।

বাংলাদেশ সরকার প্রত্যাশা করে যে ভিজিডি মহিলারা যেন তাদের প্রাপ্য খাদ্যশস্য সঠিক হারে পায়। খাদ্য রেশনের সঠিক প্রাপ্তি ভবিষ্যতে সম্পদের যোগান নিশ্চিত করবে। সরকারী অথবা বেসরকারী সংস্থার (NGO) পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার যথোপযুক্ত না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। খাদ্যের অপব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার উক্ত কর্মসূচির খাদ্য প্রদান বন্ধ করতে পারে।

ভিজিডি খাদ্যপণ্যের নিরাপদ গুদামজাতকরণ, সহজে পরিবহনযোগ্য এবং ভিজিডি মহিলাদের বাড়ির কাছাকাছি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় ইউপি কেন্দ্র হতে বিতরণ এলাকা পরিবর্তন করে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন হবে। শিশু জন্মদানের কারণে অথবা মারাত্মক অসুস্থতার কারণে কোন ভিজিডি মহিলা অনুর্দ্ধ চার মাসের জন্য তার খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিবারের একজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে। পঞ্চম মাসের শুরুতে অনুপস্থিতির কারণে তার কার্ড বাতিল হয়ে যাবে।

3.3 পরিবহন এবং আনুষাঙ্গিক খরচের তহবিল :

পরিবহন খরচের তহবিল

গম/চালের ক্ষেত্রে :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পরিবহন খরচ ও আনুষাঙ্গিক তহবিলের অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এই অর্থ, বরাদ্দপত্রের (Allotment Order-AO) মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ দেবে এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির চেয়ারম্যানদের অনুকূলে উপ-বরাদ্দ দেবেন।

স্থানীয় খাদ্য গুদাম হতে বিতরণ কেন্দ্রের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে পরিবহন খরচের অর্থ বরাদ্দ করা হবে। সমতল, হাওড় ও পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকার জন্য বরাদ্দকৃত পরিবহন খরচের হিসাব নিম্নে দেয়া হলোঃ

দূরত্ব	পরিবহন খরচ (টাকা/মেট্রিক টন)
১. সমতল এলাকার জন্য:	
(ক) ১-১০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত	২৩০/-

দূরত্ব	পরিবহন খরচ (টাকা/মেট্রিক টন)
(খ) ১১-২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত	২৮০/-
(গ) ২১ কিঃ মিঃ এবং তদুর্দ্ধ	৩০০/-
২. হাওড় এলাকার জন্য:	
(ক) ১-১০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত	২৭০/-
(খ) ১১-২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত	৩২০/-
(গ) ২১ কিঃ মিঃ এর উর্দ্ধ হতে	৩৫০/-
৩. রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন পার্বত্য জেলার জন্য:	
(ক) ১-১০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত	৩০০/-
(খ) ১১-২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত	৩৫০/-
(গ) ২১ কিঃ মিঃ এর উর্দ্ধ হতে	৩৮০/-

পরিবহন খরচের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্য থেকে বস্তা বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাদ দিয়ে বাকী টাকা পরিবহন বাবদ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে বস্তা বিক্রয়ের নির্ধারিত মূল্য হচ্ছে নিম্নরূপ:

চটের বস্তা : প্রতিটির দাম ১৮/- হারে
প্লাস্টিক বস্তা : প্রতিটির দাম ৫/- হারে

উদাহরণস্বরূপ:
সমতলএলাকায় দুরত্বের বিবরণ অনুযায়ী ৬০% হারে ০১-১০ কি: মি: পর্যন্ত ২৩০/- টাকার স্থলে ১৩৮/- টাকা, ১১-২০ কি: মি: পর্যন্ত ২৮০ টাকার স্থলে ১৬৮/- টাকা এবং ২১ কি: মি: তদূর্ধ ৩০০/- টাকার স্থলে ১৮০/- টাকা করে এবং ৪০% হারে বস্তা বিক্রয়লব্দ অর্থ থেকে প্রতি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য পরিবহন বাবদ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

পরিবহন খরচের অর্থ ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির চেয়ারপারসনের অনুকূলে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে, নগদে এ অর্থ পরিশোধ করা যাবে না। নির্দিষ্ট মাসের খাদ্যের অর্পণাদেশ (Demand Order-DO) অনুযায়ী ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি পরিবহন খাতের প্রকৃত খরচ (বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে বস্তা বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাদ দিয়ে) উপজেলা থেকে উক্ত মাসের মধ্যে গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির চেয়ারপার্সন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবরে খাদ্য বরাদ্দের আবেদনের সাথে পরিবহন ব্যয়ের হিসাব পেশ করবেন। পূর্ববর্তী মাসের পরিবহন ব্যয়ের প্রকৃত ভাউচার পরবর্তী মাসের খাদ্য ও পরিবহন বরাদ্দ অর্পণাদেশ-এর সাথে জমা দেবেন।

আনুষঙ্গিক খরচের তহবিল

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে গম/চালের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক তহবিলের অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। আনুষঙ্গিক তহবিলের টাকা সাধারণতঃ সাইন বোর্ড, স্টেশনারী এবং ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। আনুষঙ্গিক খরচ মেটানোর জন্য ইউনিয়ন প্রতি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রতি অর্থ বৎসরের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

৪. পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন :

৪.১ পরিবীক্ষণ

ভিজিডি মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্য তারা যথাসময়ে পাচ্ছে কিনা, সঞ্চয়ের টাকা নিয়মিত জমা হচ্ছে কিনা এ সমস্ত বিষয়গুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন। এছাড়াও উক্ত কর্মকর্তাগণ মহিলাদের আয় বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকি এবং প্রয়োজনবোধে উন্নয়ন সহযোগী বেসরকারী সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ করবেনঃ

ক) প্রশিক্ষণ প্যাকেজ সেবাসমূহ;
খ) খাদ্য চক্রের সমাপ্তির পর সরকারী / বেসরকারী সংস্থার (NGO) চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে ভিজিডি মহিলাদের অন্তর্ভূক্তিকরণ;

সকল উপজেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ ভিজিডি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা উন্নয়ন প্যাকেজ সেবাগুলো পরিবীক্ষণ এবং তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন। বেসরকারী সংস্থার কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখবেন। উপজেলা ভিজিডি কমিটির একজন সদস্য সচিব হিসেবে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বেসরকারী সংস্থার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে নিয়মিত অবহিত করবেন এবং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

খাদ্য বিতরণ তদারকি এবং উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রতি মাসে কমপক্ষে দুইটি ইউপি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রতি মাসে কমপক্ষে চারটি ইউপি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সংযোজনী ছক- ৩ অনুযায়ী ইউপি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

কর্মসূচির সামগ্রিক বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-কে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে স্থাপিত ভিজিডি প্রোগ্রাম সাপোর্ট ইউনিটকে শক্তিশালী করণে সহায়তা প্রদান করবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন, টার্গেটিং এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং এর ক্ষেত্রেও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ও জেলা/উপজেলা কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে। সকল পর্যায়ে তথ্য সংরক্ষণ, কর্মসূচি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি সহায়তা করবে।

৪.২ প্রতিবেদন

কর্মসূচির যথাযথ ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল তৈরি এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে ব্যবস্থাপকদের কাছে সময়মত সঠিক প্রতিবেদন প্রাপ্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিবেদনের মাধ্য**মে নিশ্চিত হওয়া যায় যে,** খাদ্য সামগ্রী ফলপ্রসূভাবে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির নিকট পৌছিয়েছে কিনা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা।
কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিবীক্ষণ এবং সঠিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা এবং এর সাথে সংযোজিত ছকসমূহ ভিজিডি কর্মসূচির জন্য ব্যবহার করতে হবে। কার্যক্রমের নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (QPR) এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (PIR) ব্যবহার করা হবে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর কারিগরী সহায়তায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি সফটওয়্যার স্থাপন করা হবে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপাত্তসমূহ এই সফটওয়্যার ব্যবহারের

মাধ্যমে সংরক্ষণ করবে। যেখানে এলাকাভিত্তিক তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যাবে। এই তথ্যসমূহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের অবগত করবে।

ক. খাদ্য বিতরণ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (মাসিক)

ক.১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মাঠ পর্যায়): প্রত্যেক জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শণ করবেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ২টি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ৪টি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র (সংযোজনী ছক- ২) পরিবীক্ষণ করবেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট মাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদনগুলি একত্রীকরণ করবেন এবং মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন।

ক.২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (কেন্দ্রীয় পর্যায়): মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সকল মাসিক প্রতিবেদন একত্রীকরণ করবে এবং উক্ত মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

খ. ভিজিডি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক)

খ.১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মাঠ পর্যায়): প্রত্যেক জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে ভিজিডি কেন্দ্র পরিদর্শণ করবেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ২টি কেন্দ্র এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ৪টি কেন্দ্র সংযোজনী ছক- ৩ অনুযায়ী পরিবীক্ষণ করবেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংযোজনী ছক - ৪ ও ছক - ৫ অনুযায়ী প্রতিবেদনগুলি একত্রীকরণ করবেন এবং পূরণকৃত চেকলিষ্ট সমূহ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন।

খ.২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (কেন্দ্রীয় পর্যায়): মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন একত্রীকরণ করবে এবং উক্ত মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

গ. প্রশিক্ষণের গুণগত মান পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (TQM)

গ.১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মাঠ পর্যায়): প্রত্যেক জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে ভিজিডি মহিলাদের জন্য এনজিও কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ করবেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ২টি এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাসে কমপক্ষে ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংযোজনী ছক - ৬ অনুযায়ী পরিবীক্ষণ করবেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেগুলিকে সংযোজনী ছক - ৭ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একত্রীকরণ করবেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এই একত্রীকৃত প্রতিবেদন এবং পূরণকৃত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন চেকলিস্ট সমূহ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন।

গ.২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (কেন্দ্রীয় পর্যায়): মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন একত্রীকরণ করবে এবং উক্ত মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

ঘ. এন জি ও কর্তৃক প্রদেয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদনঃ

ঘ.১) সহযোগী এনজিও পাক্ষিক ভিত্তিতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (সংযোজনী ছক - ৮.২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন।

ঘ.২) সহযোগী এনজিও ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (সংযোজনী ছক ৮.৩ এবং ৮.৪) সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা একত্রিকৃত প্রতিবেদন মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন।

ঘ.৩) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (কেন্দ্রীয় পর্যায়): মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন একত্রীকরণ করে উক্ত মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

ঘ.৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন উক্ত মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে (IMED) প্রেরণ করবে।

ঘ.৫) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মাঠ পর্যায়):

- এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সমূহ দৈবচয়ন (random basis) প্রক্রিয়ায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যাচাই করবে। এই যাচাইকরণের কাজটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগীতায় জেলা মহিলা বিষষক কর্মকর্তা সম্পন্ন করবেন। যাচাইকরণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (সংযোজনী ছক - ৯) ভিত্তিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এনজিও-র অর্থ (installment) ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এনজিও কর্তৃক প্রাপ্ত সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদনকে একত্রীকরণ করে কেন্দ্রিয় পর্যায়ের ভিজিডি শাখায় উক্ত মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবে।

ঙ) ইউনিয়ন কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনঃ

ইউপি কেন্দ্রগুলোকে প্রতিমাসের খাদ্য ব্যবহারের প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাছে সংযোজনী প্রতিবেদন ছক ১০ অনুযায়ী জমা দিতে হবে। যদি কোন ইউপি কেন্দ্র নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয় তবে পরবর্তী মাসের বিতরণ আদেশ জারি হবে না এবং সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিবেদন পেশ না করা পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্রের খাদ্য বিতরণ স্থগিত করা হবে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে স্থগিতকালীন সময়ে কেন্দ্রের অনুকূলে খাদ্যের কোন বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে) পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন সময়মত পেশ করা তখনই সম্ভব যখন সকল পর্যায় থেকে (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) প্রতিবেদন সময়মত পেশ করা হবে। যে কোন পর্যায় থেকে দেরিতে প্রতিবেদন পাঠানো হলে সামগ্রিক প্রক্রিয়ার উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই সকল প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করবে কর্মসূচীর সফলতা/ব্যর্থতা। সুতরাং প্রতিটি পর্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সময়মত প্রতিবেদন দাখিল করা সামগ্রিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫ : ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা :

ভিজিডি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ:

৫.১. কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি
৫.২. কার্যকরী কমিটি
৫.৩. জেলা ভিজিডি কমিটি
৫.৪. উপজেলা ভিজিডি কমিটি
৫.৫. ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি

ভিজিডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মিটিং/কর্মশালা আয়োজন:

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে:

- বাৎসরিক কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি মিটিং
- কার্যকরী কমিটি কর্তৃক ষান্মাসিক কার্যক্রম পর্যালোচনা মিটিং
- কার্যকরী কমিটি কর্তৃক বাৎসরিক কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশালা

মাঠ পর্যায়ে:

- ষান্মাসিক জেলা ভিজিডি কমিটি মিটিং
- জেলা পর্যায়ে বাৎসরিক প্রোগ্রাম ফ্যাসিলিটেশন মিটিং
- জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও এনজিও কর্তৃক আয়োজিত মাসিক প্রোগ্রাম মিটিং
- ত্রৈমাসিক উপজেলা ভিজিডি কমিটি মিটিং
- মাসিক ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি মিটিং

৫.১ কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি :

এই কমিটি ভিজিডি কর্মসূচির সার্বিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

<u>কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্বাবলী :</u>

- ভিজিডি কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতি (পলিসি) প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান,
- কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা,
- ভিজিডি কর্মসূচির অগ্রগতি ও সাফল্য পর্যালোচনা করা,
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারী এবং দাতা সংস্থার সম্পদের নিশ্চয়তা বিধান করা।

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির গঠন প্রকৃতি :

1. মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
2. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
3. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
4. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	সদস্য
5. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
6. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
7. সচিব, খাদ্য বিভাগ	সদস্য
8. মহা পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
9. প্রতিনিধি, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ঢাকা	সদস্য
10. বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের এজেন্সীসমূহ (বিশেষ সভায় অংশগ্রহণকল্পে আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে)	পর্যবেক্ষণকারী
11. যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৫.২ কার্যকরী কমিটি (Performance management committee):

কার্যকরী কমিটির দায়িত্বাবলী :

- ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ষান্মাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন করা,
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং মনিটরিং ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ,
- কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে কার্যক্রমের বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিরূপণ করা,
- কর্মসূচির বাধা, চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় দিকসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ,
- কর্মসূচির নকশা ও বাস্তবায়ন কৌশল-এর মধ্যে সমন্বয় আনয়নের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ,
- সম্পদ সচলীকরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ,
- বেইজ লাইন সার্ভের ফলাফল পর্যালোচনা এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- এনজিও কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সেন্ট্রাল কমিটিতে সুপারিশ করা।
- নির্দিষ্ট সময় পর পর মাঠ পরিদর্শন করা।

কার্যকরী কমিটির গঠন প্রকৃতি :

1. মহা পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সভাপতি
2. মহা পরিচালক, ত্রাণ ও পূণর্বাসন অধিদপ্তর	সদস্য
3. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য
4. উপ-সচিব (উন্নয়ন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
5. প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
6. প্রতিনিধি, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	সদস্য
7. পরিচালক (ভিজিডি), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

৫.৩ জেলা ভিজিডি কমিটি :

জেলা ভিজিডি কমিটির দায়িত্বাবলী :

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার, কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী ভিজিডি কর্মসূচির সফল এবং কার্যকরী পরিচালনার নিশ্চিয়তা বিধান করা,
- কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা,
- ভিজিডি মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্য সঠিক পরিমাণে, গুণগত মান নিশ্চিতসহ সময়মত বিতরণ করা হচ্ছে কি না তা পর্যালোচনা করা,
- আনুষঙ্গিক ও পরিবহন খরচের টাকা প্রাপ্তির বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা,
- কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও বাধাসমূহ আলোচনা করে তা সমাধানের জন্য যথাযথ উপায় বের করা,
- কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা,
- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-র নিকট হতে প্রাপ্ত মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা,
- কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য জেলায় কর্মরত অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

জেলা ভিজিডি কমিটির গঠন প্রকৃতি :

1.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
2.	জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
3.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)	সদস্য
4.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
5.	প্রত্যেক সহযোগী বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য
6.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৫.৪ উপজেলা ভিজিডি কমিটি :

উপজেলা পর্যায়ের ভিজিডি কর্মসূচির সার্বিক সমন্বয়, সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং তদারকির দায়িত্ব উপজেলা ভিজিডি কমিটি সম্পন্ন করে।

উপজেলা ভিজিডি কমিটির দায়িত্বাবলী :

- বিধি মোতাবেক ভিজিডি মহিলাদের নির্বাচন নিশ্চিত করা এবং সরেজমিনে মাঠ পর্যায়ে তা যাচাই করা,
- আনুপাতিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্থ জনসংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ দেয়া,
- ভিজিডি মহিলা নির্বাচনে এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদান (প্রশিক্ষণ প্যাকেজ) বিষয়ে এনজিওদের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করা,
- প্রতি ইউনিয়নের খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা তদারকি এবং খাদ্য বন্টনের সঠিকতা যাচাই করার জন্য একজন উপজেলা কর্মকর্তাকে Transfer Assurance Guide (TAG) Officer /ট্যাগ অফিসার এর দায়িত্ব প্রদান করা,
- খাদ্য বিতরণ সূচি সঠিকভাবে মেনে চলার নিশ্চয়তা বিধান করা,

- আনুষঙ্গিক তহবিল ও পরিবহন খরচের অর্থ সময়মত ছাড়করণের নিশ্চয়তা বিধান করা,
- সময়মত মাসিক প্রতিবেদন দাখিলের নিশ্চয়তা বিধান করা,
- দুর্যোগকালীন সময়ে ভিজিডি মহিলাদের আশ্রয়/নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ কমিটি (Disaster Committee)-র সাথে সমন্বয় করে কাজ করা,
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে উপজেলা ভিজিডি কমিটির গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত করবেন।

উপজেলা ভিজিডি কমিটির গঠন প্রকৃতি :

1.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
2.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য
3.	উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
4.	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
5.	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
6.	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
7.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
8.	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
9.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
10.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
11.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
12.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
13.	সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
14.	প্রত্যেক সহযোগী বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)-র প্রতিনিধি	সদস্য
15.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৫.৫ ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি :

ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির দায়িত্বাবলী :

- নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক ভিজিডি মহিলাদের সঠিক নির্বাচন নিশ্চিত করা,
- গম/চালের সঠিক বিতরণ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে ভিজিডি মহিলারা যাতে ৩০ কিলোগ্রাম করে গম/চাল মাসিক রেশন হিসাবে পায় তা নিশ্চিত করা,
- নির্দিষ্ট বিতরণ তারিখেই যেন খাদ্য বিতরণ করা হয় এবং সঠিকভাবে যেন সব রেকর্ড (মাস্টার রোল, মজুদ রেজিস্টার, সঞ্চয় রেজিস্টার, পরিদর্শন বহি) সংরক্ষণ করা হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা,
- সহযোগী এনজিও-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদানে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা। ভিজিডি মহিলাগণ যেন এনজিও কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা,
- বেসরকারী সংস্থার সঞ্চয় ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা,
- যে সমস্ত ইউনিয়নে সহযোগী এনজিও নেই সে সমস্ত ইউনিয়নে ভিজিডি মহিলাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ সভার আয়োজন করা,
- খাদ্য পণ্যের নিরাপদ এবং সঠিক গুদামজাতকরণের নিশ্চয়তা বিধান করা,

- ইউপি কেন্দ্রে সাইনবোর্ড স্থাপন এবং উক্ত সাইনবোর্ডে কেন্দ্রের নাম, ভিজিডি মহিলার মোট সংখ্যা, খাদ্য রেশনের পরিমাণ, বিতরণ তারিখ, প্রত্যেক মহিলার বাধ্যতামূলক মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ (প্রতি মহিলার জন্য সপ্তাহে ১০ টাকা) এবং ভিজিডি খাদ্য চক্রের মেয়াদকাল স্পষ্টভাবে লেখার নিশ্চয়তা বিধান করা,
- নোটিস বোর্ডে ভিজিডি মহিলাদের নামের তালিকা প্রদর্শণের বিষয়টি নিশ্চিত করা,
- খাদ্য বিতরণের পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে ইউপি চেয়্যারম্যান (ইউপি সেক্রেটারি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন) যাতে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট পেশ করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করা,
- অডিট/যাচাইকরণের উদ্দেশ্যে পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের বিল, ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সেগুলি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট পেশ করা।

ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির গঠন প্রকৃতি :

1.	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সভাপতি
2.	ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য (সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্যসহ)	সদস্য
3.	সহযোগী বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)-র প্রতিনিধি	সদস্য
4.	একজন সরকারী প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক (মহিলা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত)	সদস্য
5.	তিনটি ওয়ার্ড হতে চলমান ভিজিডি খাদ্য চক্রের তিনজন ভিজিডি মহিলা	সদস্য
6.	ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	সদস্য-সচিব

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যদি কোন কারণে অপসারিত হন বা পদত্যাগ করেন অথবা দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন বিকল্প ব্যক্তিকে (ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য) অথবা পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা পর্যায়ের একজন সরকারী কর্মকর্তাকে সাময়িক মনোনয়ন প্রদান করবেন।

৬ : এনজিও-র দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা :

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও এনজিও-র মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এনজিও ভিজিডি মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সেবা প্রদান করবে। এই সেবার মধ্যে রয়েছে; নির্বাচিত ভিজিডি মহিলাকে সামাজিক সচেতনতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করার জন্য ঋণ প্রদান। সেবা প্রদানকারী এনজিও সরকারের নিকট প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও ঋণ প্রদান সম্পর্কিত প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে পেশ করবে।

৬.১. প্রশিক্ষণ:

ক) জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ: সেবা প্রদানকারী এনজিও সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী ভিজিডি মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। নির্বাচিত প্রতিটি ভিজিডি মহিলা (১০০%) ৪৬ ঘন্টার আনুষ্ঠানিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১৭.৩০ ঘন্টার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। প্রশিক্ষণ মডিউলের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে; খাদ্য ও পুষ্টি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

এই প্রশিক্ষণ মূলত: দুটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতনতা প্রদান করা হবে যা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং আচরণ পরিবর্তন ও প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। ভিজিডি মহিলাগণ ভিজিডি কর্মসূচি সম্পর্কে এবং এই কর্মসূচির অধীনে তাদের অধিকার ও পাওনা সম্পর্কে অবহিত হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয় নিজেদের জীবনে কিভাবে কাজে লাগাবে বা প্রয়োগ করবে সে ব্যাপারে একটি 'ইচ্ছা তালিকা (Wish list)' তৈরি করবে ।

দ্বিতীয় ধাপ বা রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে মূলত: প্রশিক্ষণার্থীগণ মৌলিক প্রশিক্ষণ চলাকালে যে 'ইচ্ছা তালিকা (Wish list)' তৈরি করেছিল, তার অগ্রগতি ফলোআপ করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ 'ইচ্ছা তালিকা (Wish list)'-র কতটুকু নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছে এনজিও প্রশিক্ষক তা যাচাই করবেন। যদি প্রয়োগ না করতে পারে তাহলে তার কারণ জানবেন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে পুণরায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ তথ্য ও অন্যান্য ব্যবহারিক উদাহরণ প্রদান করবেন।

এনজিও, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সময়সূচি সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা যেমন; উপজেলা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট প্রতি ত্রৈমাসিক পরিকল্পনার শুরুতেই পেশ করবে।

খ) <u>আয় বৃদ্ধি দক্ষতা প্রশিক্ষণ:</u> এনজিও নির্বাচিত ভিজিডি মহিলাদের জন্য উপযোগী আয় বৃদ্ধি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। নির্বাচিত প্রতিটি ভিজিডি মহিলা (১০০%) প্রথমে কমপক্ষে ৪২ ঘন্টার আনুষ্ঠানিক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ফলোআপ হিসাবে ২১ ঘন্টার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

আয় বৃদ্ধি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণ মডিউলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে; হাঁস/মুরগী পালন, বাড়ির পাশে সবজি বাগান, গাভী ও ছাগল পালন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা।

এনজিও ভিজিডি মহিলাদের আয় বৃদ্ধি দক্ষতা উন্নয়নমূলক যেসব বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে তার একটি তালিকা বাজার যাচাইকরণ প্রতিবেদনসহ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিল করবে। এনজিও স্থানীয় এলাকার চাহিদা ও এলাকাভিত্তিক আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যাবলীর ভিত্তিতে ভিজিডি মহিলাদের অন্যান্য উপযোগী বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত এই তালিকা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক বা অনুমোদন প্রদান করবে। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের অনুমোদন পাওয়ার প্রেক্ষিতে এনজিও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে।

আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দুটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণে মূলত: নির্দিষ্ট আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের উপর ধারণা প্রদান এবং এই কাজটি বাস্তবায়ন করতে গেলে কি ধরণের দক্ষতার প্রয়োজন তা আলোচনা করা হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়টি বাধ্যতামূলক অর্থাৎ সকল ভিজিডি মহিলা এই মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ পাবে। কারণ, এখানে ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে যেমন; কিভাবে পণ্য নির্বাচন করবে, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে কিভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে ইত্যাদি।

প্রতিটি মহিলা আট (০৮) দিন ব্যাপী যে কোন একটি আয়বৃদ্ধিমূলক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পাবে। প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনার উপর সকল প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনার মৌলিক প্রশিক্ষণের সময়সীমা চার দিন এবং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের সময়সীমা দুই দিন। মৌলিক প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয় নিজেদের জীবনে কিভাবে কাজে লাগাবে বা প্রয়োগ করবে সে ব্যাপারে একটি 'ইচ্ছা তালিকা (Wish list)' তৈরি করবে ।

দ্বিতীয় ধাপ বা রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে মূলত: প্রশিক্ষণার্থীগণ মৌলিক প্রশিক্ষণ চলাকালে যে 'ইচ্ছা তালিকা (Wish list)' তৈরি করেছিল, তার অগ্রগতি ফলোআপ করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ 'ইচ্ছা তালিকা (Wish list)'-র কতটুকু নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছে এনজিও প্রশিক্ষক তা যাচাই করবেন। যদি প্রয়োগ না করতে পারে তাহলে তার কারণ জানবেন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে পুণরায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ তথ্য ও অন্যান্য ব্যবহারিক উদাহরণ প্রদান করবেন।

এনজিও, আয় বৃদ্ধি দক্ষতা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সময়সূচি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ শুরুর এক মাস আগে পেশ করবে। পরবর্তীতে উপজেলা-ভিত্তিক বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান পরিকল্পনা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং উপজেলা ভিজিডি কমিটির সভাপতির নিকট প্রত্যেক মাসের শুরুতে দাখিল করতে হবে।

৬.২. সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা:

ভিজিডি মহিলাদের জন্য সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। এই সঞ্চয় সকল ভিজিডি মহিলার (১০০%) জন্য প্রযোজ্য হবে। সঞ্চয়ের টাকা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে গ্রাম সংগঠন/দলীয় সভা থেকে এনজিও কর্মীরা সংগ্রহ করবে। সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের টাকার পরিমাণ হবে জনপ্রতি দশ (১০) টাকা। ভিজিডি মহিলা ও এনজিও-র সাথে একটি মাত্র সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হবে।

এনজিও উপজেলাভিত্তিক 'ভিজিডি সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট' নামে আলাদা সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট খুলবে, যেখানে ভিজিডি মহিলাদের সঞ্চয়ের সমুদয় অর্থ উক্ত এনজিও-র শাখা/এরিয়া অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। 'উপজেলা ভিজিডি সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট' যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

প্রত্যেক ভিজিডি মহিলা আলাদাভাবে একটি করে পাশ বই পাবে, যেখানে ভিজিডি কর্মসূচির অধীনে তার জমাকৃত অর্থের হিসাব উল্লিখিত থাকবে। কার্ডধারীগণ তাদের জমাকৃত অর্থের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) যে কোন সময় তুলে ফেলার অধিকার রাখেন। এটি প্রত্যাশা করা হয় যে, খাদ্য চক্র শেষে সঞ্চয়ের উত্তোলিত অর্থ কোন উৎপাদনশীল আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে।

ভিজিডি মহিলাগণ যেন নিয়মিতভাবে এনজিও-র নিকট সঞ্চয়ের টাকা জমা করে তা নিশ্চিত করার জন্য ইউপি ভিজিডি কমিটির চেয়্যারম্যান, সদস্য এবং সেক্রেটারি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এনজিও প্রত্যেক ভিজিডি মহিলাকে তার জমাকৃত অর্থের উপর ব্যাংক প্রদত্ত মুনাফা সমভাবে বন্টন করে দেবে।

এনজিও-র নিয়ম-নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক ভিজিডি মহিলা এক বা একের অধিক উত্তরসূরী/নমিনি নিয়োগ করবে। যে/যারা যদি তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তার সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। এনজিও লেনদেনের স্বচ্ছতা বজায় রেখে ভিজিডি মহিলাদের সঞ্চিত অর্থ ভিজিডি চক্র শেষ হয়ে যাওয়ার পর যথাযথভাবে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ এবং এককভাবে দায়িত্বশীল থাকবে। সঞ্চিত অর্থ এনজিও কর্তৃক কোন কারণে খোয়া গেলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভিজিডি মহিলাদের পক্ষে উক্ত অর্থ পূনরূদ্ধারের জন্য দেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

এনজির-ও প্রধান কার্যালয় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সঞ্চয় প্রতিবেদন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে পেশ করবে। এনজিও মাসিক ভিত্তিতে সঞ্চয়ের বিবরণ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করবে।

যে সকল এলাকায় এনজিও নেই, সে সকল এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি কার্ডধারীদের নিকট থেকে সঞ্চয়ের অর্থ গ্রহণ করবে এবং চক্র শেষে সেই অর্থ ফেরত দেবে। ইউনিয়ন পরিষদ মহিলাদের জমাকৃত অর্থ নিকটবর্তী ব্যাংকে জমা রাখবে। উক্ত ব্যাংক হিসাব ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এবং স্থানীয় একজন সরকারী

কর্মকর্তার (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত) যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। চক্রের মধ্যে এনজিও নির্বাচিত হলে জমাকৃত অর্থ এনজিও'র নিকট হস্তান্তর করতে হবে। সঞ্চিত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক কোন কারণে খোয়া গেলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভিজিডি মহিলাদের পক্ষে উক্ত অর্থ পূনরূদ্ধারের জন্য বিদ্যমান আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৬.৩. ঋণ:

ভিজিডি মহিলাগণ এনজিও থেকে ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে ঋণ নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

এনজিও মহিলাদের এই উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করবে যেন তারা এই টাকা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত করে। এজন্য তারা মহিলাদের যথাযথভাবে উৎসাহিত করবে। মহিলারা যে নির্দিষ্ট আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, স্থানীয় বাজারে তার চাহিদা ও যথার্থতা কতটুকু তা যাচাই করে এনজিও তাদের ঋণ প্রদান করবে।

এনজিও কোন প্রকার জামানত ছাড়াই মহিলাদের ঋণ প্রদান করবে। ঋণ প্রদান করা হবে সেই আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য, যার উপর তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রথমবার ঋণ বাবদ একজন মহিলাকে ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা এবং পরবর্তীতে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া যাবে। এই নির্ধারিত অর্থের মধ্য থেকে মহিলারা যে পরিমাণ ঋণ পেতে ইচ্ছুক সে অনুযায়ী তাদের ঋণ প্রদান করা যাবে।

ঋণ কার্যক্রম এনজিও-র বিদ্যমান নিয়মনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতাকে একটি করে পাশ বই প্রদান করা হবে। ঋণের বিপরীতে এনজিও সেবা মূল্য প্রদান করবে। এই সেবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এবং এনজিও-র ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৬.৪. পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন:

ক. এনজিও বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করবে যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভক্ত হবে (সংযোজনী ছক ৮.১) এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং এর অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট পেশ করতে হবে।

খ. চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে এনজিও-র এরিয়া/শাখা অফিস উপজেলা ভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (PIR) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবে।

গ. এনজিও-র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের গুনগত মান যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চেকলিস্ট অনুযায়ী নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন এবং সংযোজনী ছক -৬ অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করবেন। উর্দ্ধতন এনজিও কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক জেলায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জীবন দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধিমূলক উভয় প্রশিক্ষণের প্রতিটি বিষয় পরিবীক্ষণ করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণও একই ছক ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের গুণগত মান পরিবীক্ষণ করবেন।

ঘ. পরিমাণগত অর্জন (Quantitive achievement))সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছাড়াও এনজিও গুণগত প্রতিবেদন (Qualitive report) দাখিল করবে, যেখানে উন্নয়ন সেবা প্রদানের ফলে সেবাগ্রহণকারীদের জীবনে কি ধরণের প্রভাব পড়ছে তার ব্যাখ্যা থাকবে এবং কোন মন্তব্য বা সুপারিশ থাকলে তাও উল্লেখ করা থাকবে।

৭. বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির দায়িত্ব ও ভূমিকা

- খাদ্য (গম/চাল) বিতরণ পদ্ধতি, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং কর্মসূচির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতির উপর সংশ্লিষ্ট সরকারী এবং বেসরকারী কর্মকর্তাদের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজনে সহায়তা করা;
- ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে অব্যাহত কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- ভিজিডি চক্র শুরুর আগে বেইজ লাইন সার্ভে ও শেষ হওয়ার ০৬ মাস পর ইমপ্যাক্ট/আউটকাম স্টাডি পরিচালনার জন্য সরকারকে সহায়তা করা ;
- কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরসহ সকল সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী এনজিও-র দক্ষতা বৃদ্ধি করা ;
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম সাপোর্ট ইউনিটকে প্রশিক্ষণ, লজিষ্টিক সাপোর্ট, জনবল প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করা।

৮. বাংলাদেশ সরকারের দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকাসমূহ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- কার্যক্রমের সার্বিক পরিকল্পনা;
- কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ও অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে আন্ত: মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়;
- সম্পদ বরাদ্দ;
- বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিপত্র জারি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কেন্দ্রে প্রেরণ।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

- কার্যক্রমের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন;
- খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- এনজিও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান;
- পরিবহন ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের অর্থ বরাদ্দ;
- কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রতিবেদন তৈরি ও দাখিল।

৯ : অনিয়ম ও ত্রুটির ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ

অনিয়মের ব্যাপকতা বিবেচনা স্বপেক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভিজিডি কেন্দ্রের সাহায্য স্থগিত বা বাতিল করার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন।

- ইউপি কেন্দ্রের খাদ্য বরাদ্দ স্থগিত বা বাতিল করার ব্যাপারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যৌথভাবে কেন্দ্র পরিদর্শন এবং যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে এই ধরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে (সংযোজনী - ১১)। যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গৃহীত ব্যবস্থার বিষয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।

এ ধরণের ব্যবস্থা নেয়ার আবশ্যকতা তখনই থাকবে যখন মারাত্মক কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হবে। সাধারণত: নিম্নলিখিত অনিয়ম/ত্রুটি/ব্যর্থতার কারণে কেন্দ্রের খাদ্য সাহায্য বাতিল বা স্থগিত করা হবেঃ

- ভিজিডি মহিলা নির্বাচনের শর্তাবলী অথবা প্রক্রিয়া পালনের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রলালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করলে;
- খাদ্য বিতরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা পালনে অনিয়ম করলে (উদাহরণস্বরূপ: খাদ্য বিক্রয়, অকার্ডধারীদের মাঝে গম/চাল বিতরণ, কার্ড পাওয়ার জন্য যদি কোন মহিলাকে টাকা প্রদান করতে হয় অথবা মহিলাদের ৩০ কেজির চেয়ে কম পরিমাণ গম/চাল প্রদান করা);
- পরিবহন ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের অর্থ ব্যবহারে কোন কারচুপি পরিলক্ষিত হলে;
- খাদ্য গ্রহণ ও বিতরণের রেকর্ড যদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হয় এবং সময়মত প্রতিবেদন দাখিল না করা হয়;
- ভিজিডি মহিলাদের সঞ্চয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে (যেমন: সঞ্চয়ের অর্থ ইউপি চেয়্যারম্যান বা ইউপি সদস্যদের অথবা এনজিও-র নিকট রেখে দেয়া, সঞ্চয় রেজিস্টার এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংরক্ষণ না করা) এবং ভিজিডি মহিলারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের সঞ্চয় উত্তোলন করতে না পারলে।

মারাত্মক অনিয়মের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা:

যদি প্রমাণিত হয় ইউপি চেয়্যারম্যান/সচিব/পুরুষ ও মহিলা সদস্য ভিজিডি খাদ্য সামগ্রী বহন ও বিতরণের সময় কোন অনিয়ম/আত্মসাত/তসরূপ করেছেন, তাহলে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জড়িত ব্যক্তিদের নিকট থেকে তসরূপকৃত মালামালের দ্বিগুণ মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। এক মাসের মধ্যে অর্থ আদায় না হলে জেলা প্রশাসক প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. কার্যক্রম টেকসইকরণ

দেশের দরিদ্র ও অতি দরিদ্র এলাকার অসহায় দু:স্থ পরিবারকে খাদ্য, পুষ্টি সহায়তা ও তাদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভিজিডি কর্মসূচির বিশেষ গঠনমূলক ভূমিকা থাকায় বাংলাদেশে এ কর্মসূচির বিশেষ অবদান রয়েছে। এটা স্বীকৃত যে, এই কর্মসূচির প্রতি বাংলাদেশ সরকারের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা এ কর্মসূচির প্রতি সকলের অঙ্গিকারের প্রতিফলন ঘটায়। এটা আশা করা যায় যে, বাংলাদেশ সরকার ভিজিডি কর্মসূচির সুদুরপ্রসারী প্রভাবের স্বীকৃতিস্বরূপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্য (গম/চাল) অথবা নগদ অর্থের সংস্থান রাখবে।

ভিজিডি কার্যক্রম বাস্তবায়নকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়ন;
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যক্রমের অগ্রগতি সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং/ফলোআপ নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম প্রতিবেদন ডাটাবেস (database) ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;
- মাঠ পর্যায়ে যৌথ পরিবীক্ষণ পরিদর্শন ও পরিদর্শনের ফলাফলের ভিত্তিতে সঠিক নির্দেশনা প্রদান;
- কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালা (Programme Review and Planning Workshop)-র আয়োজনে সহায়তা করা। এই কর্মশালায় কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা, সমস্যা/সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং পরবর্তী করণীয়সমূহ নির্ধারণে সহায়তা করা;
- সরকারী ও সহযোগী এনজিও কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত সভা আয়োজন, মতামত বিনিময় ও কার্যক্রমের অগ্রগতি ফলোআপে সহায়তা করা।

সংযোজনী